

292107 - রমযান মাসেরে কয়ামুল লাইলরে ফযলিত পাওয়ার জন্য রমযানেরে সব রাতেরে কয়ামুল লাইল আদায় করা কশির্ত?

প্রশ্ন

আমার কাছে রমযানেরে কয়ামুল লাইল সম্পর্কে একটি প্রশ্ন আছে। "যে ব্যক্তি ঈমানেরে সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশা নিয়ে রমযান মাসে কয়াম পালন করবে..." এ হাদিসেরে অর্থ কি গোটো রমযান মাসেরে প্রতিরাতেরে কয়ামুল লাইল আদায় করতেরে হবে? যদি ত্রিশরাতেরে মধ্যে একটিরাত কউে বাদ দেয় হাদসি বর্ণতি পুরস্কার ও ক্ষমা কসি পাবে না? কয়ামুল লাইল এর সর্বোচ্চ ও সর্বনম্ন সীমা কোনটি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি ঈমানেরে সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশা নিয়ে রমযান মাসে কয়ামুল লাইল আদায় করবে তার পূর্বেরে সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"[সহি বুখারী (২০০৯) ও সহি মুসলিম (৭৫৯)]

রমযান মাস ব্যবহার করায় কথাটি রমযানেরে সকল রাতকৈ অন্তর্ভুক্ত করছে। তাই হাদসিেরে প্রত্যক্ষ মর্ম হচ্ছে— মাসেরে সকল রাতেরে কয়াম পালন করার সাথে উল্লেখতি সওয়াবটি সম্পৃক্ত। আস-সানআনী (রহঃ) বলেন: "হাদসিেরে এমন একটি অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি মাসেরে সকল রাতেরে কয়ামুল লাইল আদায় করাকৈ উদ্দেশ্য করছেন। যে ব্যক্তি কিছু রাত কয়ামুল লাইল পালন করবে সে ব্যক্তিরে জন্য উল্লেখতি ক্ষমা হাছলি হবে না। এটাই হাদসিেরে প্রত্যক্ষ অর্থ।"[সুবুলুস সালাম (৪/১৮২) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন: "যে ব্যক্তি রমযানে কয়াম আদায় করবে" অর্থাৎ রমযান মাসে। এ কথাটি গোটো মাসকৈ শামলি করছে; মাসেরে শুরু থেকে শেষে পর্যন্ত।"[শারহু বুলুগুল মারাম (৩/২৯০)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যে ব্যক্তি মাসরে কিছু রাত্রে বেশি কনোন ওজররে কারণে কয়াম পালন করত পোনে তার ব্যাপারে আশা করা যায় যে, হাদিসে উল্লেখিত সওয়াব তার জন্যে অর্জিত হবে।

আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যদি কোন বান্দা অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে তার জন্য সের মুকীম (গৃহ অবস্থানকারী) থাকা অবস্থায় কিংবা সুস্থ থাকাবস্থায় যে আমলগুলো করত সেগুলো লিখে দেয়া হবে।" [সহি বুখারী (২৯৯৬)]

আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "কোন ব্যক্তির যদি রাত্রে নামাযের অভ্যাস থাকে; কিন্তু কোনদিন যদি তাকে ঘুমে কাবু করে ফলে; তাহলে তার জন্য নামায পড়ার সওয়াব লিখে দেয়া হবে। আর তার ঘুম হবে তার জন্য সদকা।" [সুনানে আবু দাউদ (১৩১৪); আলবানী ইরওয়াউল গালিল গ্রন্থে (২/২০৪) হাদিসটিকে সহি বলেছেন]

আর যদি অলসতা করে কিছু রাত্রে নামায না পড়ে তাহলে হাদিসের প্রত্যক্ষ মর্ম হচ্ছে সে ব্যক্তি উল্লেখিত সওয়াব পাবে না।

দুই:

রমযান মাসে কয়ামুল লাইল এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমা: শরিয়ত কয়ামুল লাইলরে নির্দিষ্ট কোন রাকাত সংখ্যা উল্লেখ করেনি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: "রমযানের কয়াম: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন সংখ্যা নির্ধারণ করেনি..."।

যে ব্যক্তি মনে করছে যে, রমযান মাসে কয়ামুল লাইলরে নির্ধারিত সংখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত; এ সংখ্যার মধ্যে বাড়ানো বা কমানো যাবে না— সে ব্যক্তি ভুলের মধ্যে আছে...। কখনও কখনও কউ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠলে তার ক্ষেত্রে ইবাদত দীর্ঘ করা উত্তম। আবার কখনও কখনও কউ যদি কর্মচঞ্চলতা না পায় তখন তার ক্ষেত্রে ইবাদতকে সংক্ষিপ্ত করা উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায ছিল ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি যদি কয়াম (দাঁড়ানো) কে দীর্ঘ করতেন তাহলে রুকু-সজদাও দীর্ঘ করতেন। আর যদি কয়াম (দাঁড়ানো) কে সংক্ষিপ্ত করতেন তখন রুকু-সজদাও সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি ফরয নামায, কয়ামুল লাইল কিংবা কুসুফ (সূর্য গ্রহণ)-এর নামায ইত্যাদি সবক্ষেত্রে এভাবে করতেন।" [মাজমুউল ফাতাওয়া (২২/২৭২-২৭৩)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সারকথা: কয়ামুল লাইলরে সর্বোচ্চ কোন সীমারখো নাই। একজন মুসলমি যত রাকাত ইচ্ছা পড়বনে।

পক্ষান্তরে, একজন মুসলমিরে কয়ামুল লাইলরে সর্বনমিন সীমা: এক রাকাত বতিরিরে নামায।

এর মাধ্যমে রমযানরে কয়ামুল লাইল পড়া অর্জতি হওয়া জানা যায় সুস্পষ্ট কয়াসরে ভিত্তিতে। যহেতে শরযিত রমযান মাসে বশিষে কয়ামুল লাইলরে প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে যেটি বছরে অন্য রাত্রিগুলোর কয়ামুল লাইলরে চয়ে তাগদিপূর্ণ। এটাই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সলফে সালহীনরে অবস্থা। এমনকি এক পর্যায়ে নির্ধারতি ইমামরে পছনে মসজদি কয়ামুল লাইল আদায় করার বধিান আসে; অন্য নামাযরে ক্ষত্রে যে বধিান আসনে। ইমাম সম্পূর্ণ নামায সমাপ্ত করা পর্যন্ত ধরৈয় ধরার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "নশিচয় যদি কোন ব্যক্তি ইমামরে সাথে ইমাম নামায শেষে করা পর্যন্ত নামায পড়ে তাহলে তার জন্য গোটা রাত কয়ামুল লাইল আদায় করার সওয়াব হিসাব করা হবে।" [সুনায়ে আবু দাউদ (১৩৭২), সুনায়ে তরিমযি (৮০৬); তরিমযি বলেন: এটি একটি হাসান সহীহ হাদিস]

আরও জানতে দেখুন: [153247](#) নং প্রশ্নোত্তর।

পক্ষান্তরে, কটে যদি একাকী কয়ামুল লাইল আদায় করে তার ক্ষত্রে উত্তম হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যভাবে আদায় করতেন সভাবে মনোযোগরে সাথে ১১ রাকাত আদায় করা; যাত করে সে ব্যক্তি ঈমানরে সাথে ও সওয়াবরে আশায় নামায পড়া বাস্তাবায়ন করতে পারনে।

আবু সালামা বনি আব্দুর রহমান থেকে বর্ণতি তিনি আয়শো (রাঃ) কে জিজ্ঞেসে করনে: রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নামায পড়া কমনে ছিল? তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে ও রমযান ছাড়া ১১ রাকাতরে বেশি নামায আদায় করতেন না। তিনি চার রাকাত নামায আদায় করতেন; এর সটৌদর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেসে করবনে না। এরপর তিনি আরও চার রাকাত নামায পড়তেন এর সটৌদর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেসে করবনে না। এরপর তিনি তিনি রাকাত নামায পড়তেন। [সহিহ বুখারী (১১৪৭) ও সহিহ মুসলমি (৭৩৮)]

যদি কটে এর চয়ে বাড়ায় তাতেও কোন অসুবিধা নাই। আরও জানতে দেখুন: [9036](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।